দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 21.11.85 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 5 ...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর,
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে সি-ইন-এড কোর্সে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সরকারী প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিতে ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে এক বৎসর মেয়াদী সি-ইন-এড কোর্সে ভর্তির জন্য বহিরাগত প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান করা যাইতেছে। ভর্তি হইতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে নিজ নিজ এলাকা অথবা সুবিধামত যেকোন প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তাহাদিগকে ভর্তি করা হইবে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষ হইতে কুষ্টিয়া এবং জয়পুরহাট পিটিআইও চালু করা হইবে। বহিরাগত মহিলা ও পুরুষের আসনসংখ্যার হার শতকরা যথাক্রমে ৫০ ও ৫০। বহিরাগত প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের যোগ্যতাসম্পন্ন পোষ্যদের জন্য ২০% (বিশ শতাংশ) আসন সংরক্ষিত থাকিবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পোষ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে তাহাদের জন্য নির্ধারিত শূন্য আসনগুলি বহিরাগত প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা হইবে।

নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের অধিকাংশ মেধানুসারে মাসিক ১৫০/- (এক শত পঞ্চাশ) টাকা হারে উপবৃত্তি পাইবেন। উপবৃত্তি বন্টনে পুরুষ ও মহিলাদের সংখ্যার শতকরা হার হইবে ৫০ : ৫০। উপবৃত্তিধারীদের সাফল্যজনকভাবে কোর্স সমাপ্ত করিবার পর সরকারের প্রয়োজনে অন্তত ৫ বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে হইবে বলিয়া চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিতে হইবে। বহিরাগত প্রশিক্ষণার্থী যে ইনস্টিটিউটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবেন তাহাকে সেখানেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাকে অন্য কোন স্থানে কোন অবস্থাতেই বদলি করা হইবে না। কোন প্রশিক্ষণার্থী শতকরা ৮০টি ক্লাসে উপস্থিত না থাকিলে তিনি সেই শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। এবং একাধিকমে ১৫/ দিন অনুপস্থিত থাকিলে তাহার ভর্তি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

দরখাস্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করিতে হইবে:

১। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা :
পুরুষ প্রার্থী এইচএসসি/ফাজিল। তবে এসএসসি/আলীম বা এইচএসসি/ফাজিল এর যেকোন একটিতে দ্বিতীয় বিভাগ থাকিতে হইবে। আলীম ও ফাজিল পরীক্ষায় ইংরেজী ও বাংলা থাকিতে হইবে। মহিলা প্রার্থী-এসএসসি দ্বিতীয় বিভাগ।

২। বয়স (৩১-১২-৮৪ ইং) :
১৭ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর।

005